ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 786-797
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.290

গ্রন্থ সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও কৃতিত্ব পর্যালোচনা

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 04.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The identity of fiction writer Sadhan Chattopadhyay is universally recognized in the world of Bengali literature. He will be considered a timeless and universal literary figure for his novels such as 'Gahin Gang', 'Jaltimir', 'Matir Antenna', 'Shesh Rater Sheyal', 'Panihata', and short stories like 'Steel-er Chanchu', 'Mehogany', 'Manshakheko Ghora', 'Maharaja Dirghajibi Hon' etc. However, in addition to short stories and novels, he has written more than 300 essays; and has also done important work in editing of journals and books. In this research article, we will discuss Sadhan Chattopadhyay's role and distinctiveness in book editing. This research article examines the importance of his role not only in the creative writing of stories and novels but also in the broader scope of literary and cultural practice. Sadhan Chattopadhyay's organizational and editorial role in the context of international literature like that of Maxim Gorky, the partition of India, Bangladeshi literature, the Naxalite movement, short stories of 2000s and Bengali literary practice in Northeast India has been discussed in an analytical manner.

Keywords: Editororial Work, Little Magazine, Bangladesh, North-East India, Academic Knowledge, Cultural Editing, Organizational Achievements

বাংলা সাহিত্যের চর্চায় সম্পাদনার ইতিহাস দীর্ঘ এবং ফলবতী— ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সাগরময় ঘোষ— তালিকা প্রস্তুত করলে বেশ কিছু আদর্শ ও মহান সম্পাদকের নাম চলে আসবে এবং এঁদের একটা বড় অংশই সৃষ্টিশীল রচনার সঙ্গেও যুক্ত এবং পরিচিত। সম্পাদনা-কর্মটি সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যের সমালোচনা এবং সর্বোপরি ক্রিটিক্যাল নলেজের পরিবেশন করে থাকে। আর এইসব কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়ও। লিটল ম্যাগাজিনের মতোই কয়েকটি কালজয়ী এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন তিনি। সত্তরের দশকের খাদ্য আন্দোলন থেকে সাম্প্রতিক কোভিড পরবর্তী বাস্তবতা ভিন্নতর আঙ্গিকে[১] গল্প-উপন্যাসে রূপদান করেছেন যেমন তিনি; সম্পাদনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের নিয়ে 'অসীমান্তিক' গল্প সংকলন, ত্রিপুরার গল্পও সংকলন, ম্যাক্সিম গর্কির ছোটগল্প, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শূন্য দশকের গল্প বা দেশভাগের গল্প— বিষয়ের দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক ও

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও চর্চায় সাধন চট্টোপাধ্যায় সচেতন এবং সক্রিয়। আমরা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সম্পাদনার ভূমিকা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করব এবং সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সৃজনশীল বিদ্যায়তনিক কাজে তাঁর কৃতিত্ব বিচার করব।

সম্পাদনা কর্মের মূল্যায়ন দেশ-কাল ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সমালোচক উইলিয়ামস্ তাঁর 'what is an Editor?' নামক প্রবন্ধে একজন সচেতন সম্পাদকের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, আমরা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্য সেই কথা ধার করতে পারি—

> "An editor is so many things to so many people that this rhetorically questioning heading is virtually impossible to answer in any concise form."[২]

আবার, বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, যা এখানে স্মরণ করা যায়—

> "আমার ইংরেজি sadhana ছাপবার সময় তার কাজ দেখেছি, এতে যে সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভব নয়, এইজন্যে এ কাজের গৌরব আছে। তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয় জানি, কিন্তু এই পরিশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে বহু মূল্যবান। আমার গ্রন্থ সম্পাদন কাজে আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে এই রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ সহায়তা পাব এই আমার আশা ছিল এবং আছে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ-কথিত আঙ্গিক ও ভাবের তাৎপর্য বর্তমান সময়ে গ্রন্থসংস্কৃতির বিবর্তনেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "লেখক ও সম্পাদক উভয়পক্ষেই একটা সম্ভ্রম ও সম্পর্ক ছাড়া কোনো বই-ই যথার্থরূপে হয়ে উঠতে পারে না। এই সম্পর্কের বিন্যাসে উভয়েরই লক্ষবিন্দু কিন্তু পাঠকই, কারণ তার কাছে পৌছানোর তাগিদেই তো বই প্রকাশকের উদ্যোগ। অর্থাৎ পড়তে গিয়ে পাঠ্যবিষয়ের পাঠে যাতে পাঠক কোথাও কোনো বাধা বা অস্বস্তিবোধ না করেন তা দক্ষতার সঙ্গে নিশ্চিত করাই সম্পাদকের প্রধান কাজ।"[৪]

আমরা দেখব, সম্পাদকের 'দায়' ও 'দায়িত্ব'র বৌদ্ধিক দিকগুলির চর্চা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথাসাহিত্যিক নিপুণ দক্ষতায় আয়ত্ব করেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের মনন তাঁর জীবন জুড়েই আছে। একইসঙ্গে বলা যায় তিনি সাহিত্যের একজন বিরল সংগঠকও।

আমরা এই নিবন্ধে কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কর্মের সামগ্রিক বিচারে তাঁর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কর্মকুশলতার সার্থকতা বিচার করব। কারণ, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্যের তিনটি দিকের কথা— জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ এবং সৃষ্টি মার্গ। এই প্রসঙ্গে স্বপন চক্রবর্তী বলেছেন—

> "অনেকে আছেন যারা সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্বায়ন করেন, অনেক কিছু জানেন, ভাবেন, অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন জ্ঞান মার্গ। অনেকে আছেন যারা পত্রিকা, বই প্রকাশ করেন, সম্পাদনা করেন, টীকা-ভাষ্য রচনা করেন, সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি গঠন করেন— এটি একটি কর্মের দিক। সাহিত্যের জগতে এর একটি বিশেষ অবদান আছে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের সময় তো বিশেষভাবেই ছিল। এবং তৃতীয় মার্গটি হল সৃষ্টির মার্গ।...সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা।"[৫]

সাহিত্যিক যখন সম্পাদনার কাজে অগ্রসর হন, তাঁর মধ্যে যে 'সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা'র প্রবণতা থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তা যখন 'বিশেষ অবদান' বলে গৃহীত হয় বলে সমালোচক পণ্ডিত স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য; তখন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের দিকে অধিক সচেতন অভিনিবেশ দাবি করে। গ্রন্থ সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও পরিচয় যথাক্রমে আলোচনা করা হল।

এক- 'ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প':

'ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। গল্পগুলির অনুবাদক সমর ঘোষ। তিনি মূল থেকে নয়, ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। 'নব সাহিত্য প্রকাশনী' (১২৮/১ এ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯) থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রকাশনীটা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১০ই অক্টোবর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ করেছিলেন সমরেশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য ছিল পনেরো টাকা। এই সংকলনে গর্কির যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলি হল—'জীর্ণ-বিকল', 'মানুষের জন্ম', 'কমরেড', 'কবি', 'আমরা ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে', 'কলুষা', 'পাঠক', 'প্রথম প্রেম', 'মুক্তি-সংগীত'।

সত্তর দশকের বাংলা কথাকারদের কাছে রুশ বিপ্লবোত্তর বাস্তবতা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গে গর্কির প্রাসঙ্গিকতার কথা আমাদের অজানা নয়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যচর্চায় আজও ততোধিক প্রাসঙ্গিক। আর সেই চাহিদা খানিকটা মিটিয়েছে এই সংকলনটি, বলাই বাহুল্য। সেদিক থেকেও এর একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য থকেই যায়। এই সংকলন এবং সামগ্রিক ভাবে গর্কি সম্পর্কে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিঝনি-নভোগর্দের শ্রমিক আলেক্সি পেশকভ যখন ম্যাক্সিম গোর্কির ছদ্মনামে প্রথম গল্প লেখেন, তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। ইতিমধ্যেই বিচিত্র জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাঠশালায় যে রুক্ষ, তিক্ত ও সুগভীর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, বিশ্বের খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে।"[৬]

সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সংকলনের গল্পও বাছাই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "...এ সংকলনে গল্প বাছাইয়ের যে ধারা অনুসৃত হয়েছে তা হল গোর্কির প্রথম পর্বের সাহিত্য অর্থাৎ সরল মানবতাবাদের কিছু গল্প এবং দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প যেখানে গোর্কির শ্রেণী-মানবতার পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে চিন্তা ও মননকে প্রসারিত করেছেন।"[৭]

দুই- 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার':

সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার' নামক গ্রন্থটি ৯ জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে (লিটল ম্যাগাজিন মেলা, বাংলা আকাডেমি) 'উবুদশ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্যামল ভট্টাচার্য নিজে ত্রিপুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার। সংকলনটিতে ত্রিপুরার সতেরো জন গল্পকারদের একটি করে অর্থাৎ ১৭টি গল্পও সংকলিত হয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে রমাপ্রসাদ দত্তের মূল্যবান রচনা— 'ত্রিপুরার গল্পচর্চার ইতিহাস'।

'ঈশান কোণে ভিন্ন স্বর' নামক মুখবন্ধে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার গল্পের ইতিহাসের সূত্র ধরে আপামর বাঙালি পাঠকের সামনে কয়েকটি অজানা তথ্য উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "মনে রাখতে হবে— দেশভাগের আগে ত্রিপুরা ছিল রাজন্যশাসনের অধীন। তাই সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে বাংলা ও ককবরক ভাষা, বাঙালি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি একই বৃন্তের দু'টি ফুল। ত্রিপুরার গল্পে অসীমান্তিক চরিত্র নিয়েও এই স্বাতন্ত্র্য অর্জন রাতারাতি ঘটেনি। ছোট্ট পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। তথ্যে জানতে পারি ১৯৫৮-এর আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লেখকদের নিজস্ব কোনো গল্পগ্রন্থ ছিল না। রাজসভাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা থেকে বেরিয়ে সাধারণের মধ্যে গল্পচর্চার প্রচেষ্টা প্রথম সূচিত হয় ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালে। তবে এসব নিছক ইতিহাসের জন্য। বাংলা গল্পের চর্চা প্রকৃতপক্ষে শুরু দেশভাগের পর, যখন আগরতলায় সৃষ্টি হয় 'সাহিত্য বাসর'। সেই থেকে সাতের দশক পর্যন্ত যে তরঙ্গ লক্ষ করা যায়— তা হলো নিটোল গল্প, একমাত্রিকতা এবং 'কল্লোল', 'উত্তর-কল্লোল'-এর প্রভাব। বিমল চৌধুরী, কালিপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়— এই সংকলনের কিছু লেখক ঐ ধারার অগ্রগন্য।"[৮]

আমরা জানি ত্রিপুরার গল্প যাঁদের হাতে নতুন রূপ পেয়েছে তা মূলত নতুন প্রজন্ম। দুলাল ঘোষ, দেবব্রত দেব, দীপক দেব, শ্যামল ভট্টাচার্য, মাধুরী লোধ, মীনাক্ষী সেন প্রমুখের রচনা ত্রিপুরা বা বলা চলে উত্ত-পূর্বাঞ্চলের বাংলা গল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় 'উবুদশ'-এর প্রকাশক গৌতম চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন— "পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় ২৫ কোটি বাঙালি পাঠকের কাছে অসীমান্তিক চেতনায় ত্রিপুরার গল্পের এই স্বতন্ত্র পরিচয় করিয়ে দিয়ে আঞ্চলিক সাহিত্যের ভবিষ্যসম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন।" এই সংকলনে যাঁদের গল্পও স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন— কালিপদ চক্রবর্তী (গঙ্গাধরের উপাখ্যান), সন্তোষ রায় (খোলস), দুলাল ঘোষ (ইতিহাসের উই), মানিক চক্রবর্তী (একদা অন্ধকারে এবং নন্দলালের পৈতে), দীপক দেব (নয়নতারা), মানস দেববর্মন (জীবন), দেবব্রত দেব (বিষকরবী কথা), কিশোররঞ্জন দে (না), অনুপ ভট্টাচার্য (কামড়), বিমল চৌধুরী (সোয়াদ), মীনাক্ষী সেন (মুখ), মাধুরী লোধ (ঝরঝরিয়ার ছোটগল্প), সদানন্দ সিংহ (শুঁয়োপোকা), কার্তিক লাহিড়ী (ধর্ষণ সম্পর্কিত অশ্লীল সাক্ষাৎকার), ভীষ্মদেব চট্টাচার্য (বংশীর ভাতার), ও শ্যামল ভট্টাচার্য (রে আদমী)।

ত্রিপুরায় ১৯২৪-এ 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর প্রচেষ্টায় আগরতলায় 'রবি' পত্রিকার প্রকাশ ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক গুরুত্ব চিহ্নিত হয়। 'রবি' পত্রিকা ছ'বছর চলেছিল। চরিত্র ছিল ত্রৈমাসিক। এই ছ'বছরে কেবলমাত্র ত্রিপুরার একজন গল্পকারের গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল। (সূত্র; রমাপ্রসাদ দত্ত, 'ত্রিপুরার গল্পচর্চার ইতিহাস, এই সংকলন, পৃ-১৬২) সেটি হল— অজিতবন্ধু দেববর্মার 'দায়মুক্ত'। ('রবি', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৩০) এটিকেই ত্রিপুরার সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প বলা যায়। এরপর ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন 'পুবালী', 'ত্রিপুরা', 'নবজাগরণ', 'চিনিহা' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার গল্প নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্যের নির্বাচনে এই অর্বাচীন ত্রিপুরার বাংলা গল্পের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, একইরকম ভাবে, প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যের ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির জটিল বৈচিত্র ও সাহিত্যের গুণগত বদলের তাপ-ছাপ-চিহ্ন বাঙালি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

তিন- 'অসীমান্তিক':

বাংলাদেশের ২৪ জন গল্পকারের ২৪টি গল্প, পশ্চিমবঙ্গের ১৯ জন গল্পকারের ১৯টি গল্প এবং উত্তরপূর্ব ভারতের ১৬ জন গল্পকারের ১৬টি গল্প, অর্থাৎ ৫৯টি গল্প নিয়ে 'অসীমান্তিক' গল্প সংকলন জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে

আগরতলার 'অক্ষর প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির শিরোনামে বিশেষভাবে জানানো হয়েছে, 'বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত তিন ধারার এক উৎস'। ৫০৩ পৃষ্ঠার সংকলন গ্রন্থটির প্রধান সম্পাদক হলেন হাসান আজিজুল হক, সম্পাদনায় আরও তিনজন যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন— সাধন চট্টোপাধ্যায়, হারুন হাবীব এবং দুলাল ঘোষ। গ্রন্থটির উৎসর্গও বেশ আকর্ষণীয়। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা আছে 'রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ, শিলঙ পাহাড় থেকে আগরতলা যার পরিব্রজ্যা'। এখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশটি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছিলেন। তবে আলাদা করে তিনি কোনও ভূমিকা বা সম্পাদকীয় লেখেননি। 'প্রধান সম্পাদকের কথা' নামে হাসান আজিজুল হক ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে এই সংকলনে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে সেখানে কয়েকটি অভিযোগ তুলেছেন হাসান আজিজুল হক। তিনি বলেছেন বলেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যের তিন ভূ-খণ্ডের জন্য তিনজন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। নিজ নিজ অংশের গল্প গ্রহণ বর্জন তাঁরা স্বাধীনভাবেই করেছেন। এখানে তাদের নির্বাচনই চূড়ান্ত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদকগণ গল্প নির্বাচন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক সেরা বাংলা গল্প বাছাইয়ের চেষ্টা করেননি। বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত লেখকদের লেখা গল্প নেননি, এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত লেখকের গল্পও গ্রহণ করেননি। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা গল্প বর্তমানে যেখানে পৌছেছে, তারই নমুনা তুলে ধরেছেন তিনি নতুন গল্পকারদের লেখা নিয়ে। ভাষায় ভঙ্গিতে বর্তমান গল্পের চেহারাটা তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ পর্বের সম্পাদক তা করেননি।"[৯]

এই সংকলনে বাংলাদেশের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, সেলিনা হোসেন, রসীদ হায়দার, বিপ্রদাস বড়ুয়া, মনি হায়দার, আলাউদ্দিন আল আজাদ মঞ্জু সরকার, মণীশ রায় প্রমুখের গল্পও স্থান পেয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের ছোটগল্পের সামগ্রিক বিবর্তনের ধারাপথটিকে মূর্ত করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ক্ষেত্রে বলা যায়, এই পর্বের সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অর্থাৎ গত শতাব্দীর সাতের দশকের গল্পকাররাই স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— অভিজিৎ সেন, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, নলিনী বেরা, ভগীরথ মিশ্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, রবিশংকর বল, সোহারাব হোসেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখেরা এবং স্বয়ং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প। উত্তরপূর্ব ভারতের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মলয়কান্তি দে, দুলাল ঘোষ, অরিজিৎ চৌধুরী, দীপক দেব, শ্যামল ভট্টাচার্য, অলক দাশগুপ্ত, দেবব্রত দেব প্রমুখেরা। এই গল্পও সংকলন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সীমান্ত উপেক্ষা করে ব্যাপকতা আর বাস্তবতার সেতু রচনা করেছে বলা যায়।

চার- 'শূন্য দশকের ছোটোগল্প':

'শূন্য দশকের ছোটোগল্প'— অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ৩০৩ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে পাঁচজন মহিলা কথাকার সহ সর্বোমোট ৩৩টি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটিতে যাঁদের ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে, তাঁরা হলেন— অনিন্দিতা গোস্বামী (প্রত্যাবর্তন), অর্ণব রায় (মেজোবাবু আসবেন), অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (চেনা ফুলের ছাপ), অরুণ সিরাজ (উট নয়, উটের গ্রীবার গল্প), অরুনাভ বিশ্বাস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট), অশোক তাঁতী (ফুলেরা যেভাবে ফোটে), চন্দন চক্রবর্তী (দুখিরামের ঝোলা), তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সংক্রমণ), তন্বী হালদার (বিভাজন), দেবাশিস সরকার (লিখিও উহা ফিরিৎ চাহো কি না),

ধনঞ্জয় ঘোষাল (রাঙামাটি), পার্থজিৎ ভক্ত (ব্যান্ডমাস্টার), প্লাবন দাশ (অপু), বিকাশকান্তি মিদ্যা (বদল বৃত্তান্ত), বিনোদ ঘোষাল (জাতক কাহিনি), বিশ্বজিৎ মণ্ডল (জিব্রাইলের ডানা), মারুফ হোসেন (সরীসৃপের আপস প্রবণতা), মুক্তি হক (বন্দের মাঠ), রোহণ কুদ্দুস (নতুন কবিতার কবি), শতদল দেব (সময়ের সমুদ্রের পারে), শামিম আহমেদ (কবর), শীর্ষেন্দু দত্ত (ছায়ামন), শুভদীপ মৈত্র (রাস্তা কোথাও যায় না), শ্রীকান্ত অধিকারী (নষ্টামি), সজল ঘোষ (শহরের পাখি), সম্বিৎ চক্রবর্তী (আমি এবং আমরা), সাদিক হোসেন (করিম আলির রোশেনারা), সায়ন্তনী নাগ (ওরা দুজন), সুবীর বোস (মেঘ কালো), সুব্রত নাগ (শত্রুব্যূহ), সৈকত মুখোপাধ্যায় (বামন বিষাদময়ী কথা), সৌতি মিত্র (শবভাষ) ও স্বাতী গুহ (বাতাসি)। গ্রন্থটির সম্পাদনার উদ্দেশ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়েছেন—

> "নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি, যারা বাংলা ছোটগল্প লিখতে এসেছেন, সৃষ্টির কাজে কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন, উপকরণ-প্রকরণের সম্পর্ক কীভাবে দেখছেন, সকল আঞ্চলিক ভাষা যখন পৃথিবীময় একটি ভাষার বাণিজ্যিক ডিপার্টমেন্টের দাপটে দুয়োরানি, অবহেলার অতলে অভিভাবকহীন, যখন নয়া সংস্কৃতির আমোদাগারে বোধ-বুদ্ধি-চিন্তার প্রবেশে কাঁচি চলছে, বাংলা গল্প যখন প্রচারের দরজায় ঠা ঠা রোদ্দুরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এমন অভিনব বিধিব্যবস্থায় শূন্য দশকের লেখকরা কীভাবে কতদূর প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড় বাইছেন—সরেজমিনে ক্ষেত্রগবেষণার প্রয়োজনবোধ করছি আমরা। তাই, 'অভিযান পাবলিশার্স'-এর কর্ণধার মারুফের প্রস্তাবে সাড়া দিলাম। সব যুগেই কাষ্ঠ আহরণের কিছু ব্যক্তি মজুত থাকেই।"[১০]

এই গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনার উদ্দেশ্য একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশকে বাংলা আখ্যানের সামগ্রিক ডিসকোর্সটি অনুসন্ধান করা। একইসঙ্গে কেন্দ্রের দিকে সম্পূর্ণ ফোকাস না করে বৃত্তের সীমানায় গল্পবীজের অনুসন্ধান। তাই, সম্পাদকের নিরীক্ষা আমাদের চমকিত করে, যখন তিনি বলেন—

> "কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য ঐতিহ্যের জড়তা ভেঙে যে পরিকাঠামোতে তা সম্ভব, আমাদের নেই। তবু বলছি, এ সংকলনের অধিকাংশ লেখক-লেখিকা রাজধানীর বাইরের। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দুই চব্বিশ পরগণার লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত পাঠক্রিয়ায়, আহ্বান জানিয়ে গল্প সংগ্রহ করেছি।"[১১]

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন ভূমিকাতে। প্রথমত. তিনি মনে করেছেন এই সংকলনের অন্তত চার-পাঁচজন লেখক ভবিষ্যৎ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে উঠবেন। দ্বিতীয়ত. সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির সার্বজনীন সমস্যা, সংকট ও দ্বন্দ্বমুখরতার বৈশ্বিক বাতাবরণের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও নিদর্শন হয়ে থাকবে এই সংকলনটি।

পাঁচ- 'প্রসঙ্গ: মতি নন্দী':

প্রমা প্রকাশনী থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ: মতি নন্দী' নামক অমূল্য গ্রন্থটি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছিলেন। যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি বইমেলায়। মাত্র তিন বছরের মধ্যে সংস্করণ ও মুদ্রণ, গ্রন্থটির বিক্রি এবং বাজারের চাহিদাকেই প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, সম্পাদক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন— 'বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে'। 'মতি নন্দী: দু চার কথা' নামক দু-পৃষ্ঠার প্রস্তাবনায় সম্পাদক গ্রন্থটির নির্মাণের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। ১৩৬ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে ২৬টি প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, মতি নন্দীর প্রামাণ্য জীবনপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে সংকলনটিতে।

নতুন প্রজন্মের বাঙালি পাঠকের কাছে মতি নন্দী—ক্রীড়া সাংবাদিক এবং 'কোণি', 'স্ট্রাইকার', 'ব্যাটের রাজা বলের উজির' বা 'দ্বাদশ ব্যক্তি'-র রচয়িতা হিসেবেই কেবলমাত্র পরিচিত থেকে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, উপন্যাস, ছোটগল্প— সামগ্রিক পর্যালোচনা দুই মলাটে পরিবেশনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। মুখবন্ধ রচনায় সম্পাদক পাঠকদের সঙ্গে মতি নন্দীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এইভাবে—

> "মতি নন্দীই ক্রীড়া-সাংবাদিকতাকে সাহিত্যের পরিবেশনে নতুন একটি ভুবন রূপান্তরিত করেছিলেন। বলতে গেলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নতুন ধরণের গদ্যই চালু করে দিয়েছিলেন। ভাষার ওপর ছিল মতি নন্দীর অসম্ভব দক্ষতা। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় মতি নন্দী পুরনো যুগ অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু বা বেরী সর্বাধিকারীদের অস্তাচলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে নতুন বাঙালি প্রজন্ম যে মতি নন্দীকে পেল, তাঁর প্রথম পরিচয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মতি নন্দী প্রকৃত অর্থেই নাগরিকমনস্ক লেখক। যে-কলকাতা আজ রিয়েল-এস্টেট ব্যবসায় হারিয়ে গেছে, বিশেষত উত্তর কলকাতাকে খুঁজে নিতে গেলে, ইতিহাস গ্রন্থের চাইতেও জীবন্ত প্রয়োজন মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস পাঠ।"[১২]

এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, সাহিত্যিক মতি নন্দী বেঁচে থাকতেই 'প্রমা' পত্রিকা তাঁকে নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা করেছিল। এই সংকলনটি তারই নির্বাচিত রূপ। এই সংকলনে যারা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— সন্তোষকুমার ঘোষ, অজয় বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, পুর্ণেন্দু পত্রী, অশোক মুখোপাধ্যায়, রূপক সাহা, গৌতম হালদার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখেরা।

ছয়- 'দেশভাগের গল্প : রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য':

এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে 'গাঙচিল প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত 'দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য' গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ৩৯০ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে মাত্র ২৮টি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে বাংলায় বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে সাধন চট্টোপাধ্যায় মনোযোগ দিয়েছেন সেই সব লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করতে যারা উপেক্ষিত থেকে গেছেন নানা কারণে।

এই সংকলনে সম্পাদক যাঁদের বেছে নিয়েছেন তাঁরা হলেন— রমেশচন্দ্র সেন (পথের কাঁটা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আচার্য কৃপালনী কলোনি), মনোজ বসু (এপার-ওপার), সতীনাথ ভাদুড়ী (গণনায়ক), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (কাঠগোলাপ), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (একটি তুলসীগাছের কাহিনি), সত্যপ্রিয় ঘোষ (নদীর ভর্ৎসনা), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জটায়ু), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাতাসী), প্রফুল্ল রায় (রাজা যায় রাজা আসে), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাংলার বুলা), আশিস সান্যাল (জন্মভূমি), হাসান আজিজুল হক (পরবাসী), যতীন বালা (ভাঙা সেতুর দুই মুখ), সমীর রক্ষিত (বেলা অবেলা), জীবন সরকার (ভিটেমাটি), শৈলেন সরকার (স্বদেশযাত্রা), দেবীপ্রসাদ সিংহ (বডার), কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (অন্য ইহুদি), অধীর বিশ্বাস (ছবি), অনিল ঘোষ (মাটি), নকুল মল্লিক (অব্যক্ত), সোহারাব হোসেন (এপার বর্ডার ওপার বর্ডার), গৌতম আলী (ঠিকানা), অহনা বিশ্বাস (ভাগের মা), অমিত মুখোপাধ্যায় (বাংলা আমার), নীহারুল ইসলাম (অথ সীমান্ত কথা) ও তৃষ্ণা বসাক (নদীর স্বদেশ)।

'দেশভাগের গল্প' সংকলনটিতে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় 'নতুন যুগের ভোরে' শিরোনামে দীর্ঘ বারো পৃষ্ঠার মুখবন্ধ রচনায় এই সংকলনের পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি চিহ্নিত

করেছেন। দেশভাগ বাঙালি জীবনে যে সর্বাত্মক অভিঘাত এনেছিল যা, দেশভাগের ছয় দশক পরে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে আজও বিদ্যমান, তা ছোটগল্পের পরিসর ও আধারে সংকলিত করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি দেখিয়েছেন, পশ্চিমের দেশভাগ সাতচল্লিশ থেকে পাঁচের দশকের মাঝামাঝিই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাদাত হুসেন মান্টো, রাজিন্দর সিং বেদী, ভীষ্ম সাহানি, ইসমত চুগতাই, কিষান চন্দর, ইন্তিয়াজ হুসেন— দেশভাগ নিয়ে তাঁদের সাহিত্যে আমাদের অনুভব-সত্তাকে প্লাবিত করে। মুখবন্ধে সম্পাদক বলেছেন—

> "সত্যিই দেশভাগ A process of continuous erosion of human values. বর্তমানে পরমাণ ও গুণমানে আমরা যদি বাংলা ভাষার পার্টিশন সাহিত্যকে বৃহত্তর ব্যপ্তিতে বিচার করি, দেখব শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অভিবাসী বাঙালি লেখকরা কত স্পর্শকাতরতায় দেশভাগের মর্মবেদনাকে তুলে আনছেন। আর সংকীর্ণ চোখে বাংলা ভাষা বলতে, নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু সৃষ্টিকে যদি বুঝি, বৃহত্তর পটভূমি ভুলে যাই, সে বিচার ভিন্ন ও খণ্ডিত হতে বাধ্য।"[১৩]

এই সংকলনের গল্পগুলিতে মুসলিম, বর্ণ-হিন্দুর সঙ্গে দলিত মানুষের জীবনে ভিন্নমাত্রায় দেশভাগের অভিজ্ঞতাকে তুলে আনতে সম্পাদক সচেষ্ট ছিলেন। প্রবীণতম লেখকের সঙ্গে নবীনতর লেখকের বয়সের ব্যবধান পঁচাত্তর বছর। তিন প্রজন্মের কথাকারদের সৃষ্টিতে সংকলনটি সমৃদ্ধ। এখানে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কথাকার— সোহারাব হোসেন, নীহারুল ইসলামের গল্প অন্য মাত্রা দান করেছে। একইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেবীপ্রসাদ সিংহ, বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হাসান আজিজুল হক, আবার অহনা বিশ্বাস ও তৃষ্ণা বসাকের মতো নারী গল্পকারের রচনায় বহুমুখী তাৎপর্য, দেশভাগের গল্পের নতুন নতুন ভাষ্য ইতিহাসের ভিন্নতর ডিসকোর্সে পরিণত হয়েছে বলা চলে। আর এসবের নেপথ্যে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসচর্চার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বীক্ষার নিখুঁত গ্রন্থনা করেছেন। যা কেবল 'রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য' হয়েই শেষ হয়ে যায় না, দেশভাগের ঐতিহাসিক ও মানবিক দলিলের আধুনিক ভাষ্য রচনা করে চিন্তনের সম্পাদনা করতে থাকে।

সাত- 'নকশালবাড়ির গল্প':

'নকশালবাড়ির গল্প' গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ৩৫৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি 'গাঙচিল প্রকাশনী' থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি অর্থাৎ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রসঙ্গে ব্লার্বে বলা হয়েছে— "অর্ধশত বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজকে ঘিরে নকশাল আন্দোলনের নামে যে-কম্পন ঘণীভূত হয়েছিল, পাঁচ দশক জুড়ে নানা কম্পাঙ্কের তরঙ্গ আজও তা স্বপ্ন, সাহস, রক্ত ও দমনপীড়নের অক্ষরে বাহিত।"

এই সংকলনটি বত্রিশজন লেখকের গল্প নিয়ে সংকলিত। চব্বিশ জন প্রয়াত, আটজনের কলম আজও সজীব। অতীতে এঁদের অনেকেই রাষ্ট্রশক্তির নির্যাতনে জেল খেটেছিলেন, দু-দুজন খুন হয়েছেন কারাগারের অভ্যন্তরে— তিমিরবরণ সিংহ ও মুরারি মুখোপাধ্যায়। সংকলনটিতে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নিজের গল্প 'রক্তিম বসন্ত' গ্রন্থটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এই লেককদের যে সকলেই এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন এমনও নয়। তবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ইতিহাস-সচেতনতা অবশ্যই কাজ করেছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সংকলনের জন্য বেছে নিয়েছেন যে সব গল্পকারদের তাঁরা হলেন— গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (এর নাম সমাজদেহ), মহাশ্বেতা দেবী (বিছন), মিহির আচার্য (কলকাতা, কলকাতা), অসীম রায় (অনি), ব্রজেন মজুমদার (খোদহাটির ডাক), মিহির সেন (আলোয় শুধু), অজিত মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: ১৯৭০), মানবেন্দ্র পাল (অভিনয়), নির্মল চট্টোপাধ্যায় (পিপাসা), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (সরীসৃপ), প্রলয় সেন (তপু চলে যাচ্ছে), তপোবিজয় ঘোষ (একটি মস্তানি গল্পের

ভূমিকা), রবি সেন (ঘড়ি কী বলে), সমরেশ দাশগুপ্ত (জলপোকা), মণি মুখোপাধ্যায় (গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার), শচীন বিশ্বাস (জীবনযাপন), শৈবাল মিত্র (সংগ্রামপুর যাত্রা), শঙ্কর বসু (কপিলের মুকুলযাত্রা), সিদ্ধার্থ সাহা (ছোটবকুলপুরের পরের কথা), চন্দন ঘোষ (গল্প নয়, গল্পের মতো), নবারুণ ভট্টাচার্য (কাকতাড়ুয়া), জয়ন্ত জোয়ারদার (জয় পরাজয়), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (আরুয়ালের হাত), স্বপন সেন (সাদা রুমাল), মুরারি মুখোপাধ্যায় (সূর্যের উত্তাপে তীরধনুক), তিমিরবরণ সিংহ (সূর্যসেনা), শৈলেন সরকার (ভালোবাসার চিঠী—মণিকে), সব্যসাচী সেন (বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ও তাহার পর), সাত্যকি হালদার (অলয়) এবং অনিল ঘোষ (দুঃসময়ের মুখোমুখি) প্রমুখেরা।

সংকলনটির উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লেখা আছে— 'আত্মত্যাগ করেছিলেন যারা'। সংকলনটির ভূমিকা— 'প্রসঙ্গত কিছু'তে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় নকশাল আন্দোলন এবং তার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তার মধ্যে দু'টি প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য—

১) "পৃথিবীর আর কোনও দেশে একটি আঞ্চলিক নাম এমনভাবে সংগ্রাম-প্রতিরোধের প্রতীকী হয়ে গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস কিংবা অভিবচন, তাত্ত্বিক তর্ক, সাংবাদিকতায় জীবন্ত থাকতে পারে জানা ছিল না।"[১৪]

২) "ভারতের স্বীকৃত বাইশটি ভাষার মধ্যে একটিও এমন নেই, যেখানে 'নকশাল' শব্দটির অভিঘাত অনুপস্থিত, গান, নাটক, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আলোচনায় উঠে আসে না।"[১৫]

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, পত্রিকার মতোই গ্রন্থ-সংকলন এবং সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায় তার স্বাধীন গল্প-উপন্যাস রচনা ব্যতীত দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছেন। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাত-অখ্যাত লেখক, শহর-প্রান্তিক, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমনকি বাংলাদেশের সামগ্রিক গবেষক-লেখকদের সার্বিক অনুসন্ধান ও সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক সম্পাদনায় বঙ্গীয় পাঠক ও প্রকাশকের আগ্রহের সবদিক সাবলীল ও বিচক্ষণতায় বজায় রেখেছেন। 'অসীমান্তিক' 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার' ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, উত্তর পূর্ব ভারতের গল্প সংকলন করেছিলেন, নাম— 'এক আকাশ তিন পৃথিবী'। বাংলা ভাষায় লিখিত গল্পের ভৌগোলিক সীমারেখা এবং সীমান্ত ব্যবধান দূর করে সংস্কৃতির সেতুবন্ধনে তিনি সদা সচেষ্ট। এছাড়া তাঁর সমকালীন এবং নবীন কথাসাহিত্যিক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কখনও সৃজনশীল কখনও গবেষণা-গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন অসংখ্য। যেমন উল্লেখ করা যায়, 'প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী' থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর গ্রন্থিত এবং সম্পাদিত 'সোমেন চন্দের গল্প: নিজস্ব পাঠের আয়নায়' গ্রন্থে সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার ভূমিকা লিখেছেন যা, প্রথম বাংলা শহীদ লেখকের সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও চর্চার মুখবন্ধ রচনা বলা যায়; এছাড়াও কথাকার সোহারাব হোসেনের প্রথম গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পও গ্রন্থ, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত— 'দোজখের ফেরেস্তা'-তে বা সুকান্তি দত্তের প্রথম উপন্যাস ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'যুধান কথা'র ভূমিকাও লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়।

এইভাবে একদিকে তিনি বাংলা গ্রন্থ-সংস্কৃতির নির্মাণ ও চর্চার ধারায় অবদান রেখেছেন এবং নূন্যতম হলেও সেই ঐতিহ্যে নতুন তাৎপর্য দান করেছেন। আবার অপরদিকে নবীন-প্রবীণ লেখক-গবেষকদের গতানুগতিকতার পরিবর্তে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের দিশা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তবে ছ'শ-র বেশি ছোটগল্প, পঁচিশটি উপন্যাস এবং শ'তিনেক প্রবন্ধ ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনাগুলি তার সাহিত্যপ্রেম, সৃজনীশক্তি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও

অনুসন্ধিৎসা প্রমাণ করে। মতি নন্দী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষত ত্রিপুরার ছোটগল্প, দেশভাগের গল্প, নকশালবাড়ির গল্পচর্চা ও শূন্য দশকের গল্পচর্চায় তাঁর অবদান প্রবাদপ্রতিম এবং ঐতিহাসিক তা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও, সম্প্রতি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনার কাজ করছেন 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিন্নধারার গল্প' ও রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প' নিয়ে। বাংলা একাডেমিক জগতে যেমন, সাহিত্যিক মহলেও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই সম্পাদনাকর্মগুলি স্বীকৃত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি' নামক রচনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদক ও সাংগঠনিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "সত্তর-আশির লেখকদের কাছে তিনি অভিভাবকপ্রতিম। সাধনদার সঙ্গে বাংলাদেশে আমরা যে সমবেত ভ্রমণ করেছি, সেখানে সাধনদাকে প্রায়শই আমাদের মুখপাত্র বলে মেনে নিয়েছি। অন্যত্রও করে থাকি। সাধনদা এই দায়িত্বটা খুব ভালভাবেই পালন করেন। সাধনদা আর একটা বড় কাজ করেন, বা করতে চেষ্টা করেন— সেটা হ'ল— ত্রিপুরা, আসাম পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মিলিত বাংলা সাহিত্যের সম্মেলন ঘটানো। কয়েকটি সংকলন সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ব্যাপারে সোচ্চার হতে দেখেছি সাধনদাকে।"[১৬]

এখানে সমসাময়িক কথাকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বক্তব্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক গুণ, সংকলন ও সম্পাদনার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। আমরা জানি তিনি আদ্যন্ত লিটল ম্যাগাজিনের কর্মীও। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন—

> "সাধন চট্টোপাধ্যায় সর্ব অর্থেই ছোট কাগজ—লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। লিটল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেই পারে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে স্বাধীন এই প্রকাশমাধ্যমগুলি। আর সাধন চট্টোপাধ্যায়ও লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গর্ববোধ করেন যে তাঁর সঙ্গে নানা আলাপে বুঝেছি।...কথাসাহিত্য উৎসবের সময় দূর মফস্বলের শক্তিমান তরুণদের খোঁজ দেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার লেখকদের নিয়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন অসীমান্তিক নামের একটি আশ্চর্য গল্পগ্রন্থ।...তাঁদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে কলকাতা শহরের দাপট বোধহয় ভাঙতে চান সাধন।"[১৭]

সমকালীন আর একজন কথাকার কিন্নর রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন— 'তাঁকে কখনও দৈনিক পত্রিকার অফিসে সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। তিনি দৈনিক পত্রিকা বা প্রাতিষ্ঠানিক সাপ্তাহিকের ধারাবাহিক 'কৃপাধন্য' লেখক নন'। কিন্নর রায়ের বক্তব্য থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় আদর্শের দিকটা অনুধাবন করা যায় অবশ্য। অ-বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনেই তাঁর বিশ্বাস ও শক্তির আস্থা দেখা যায়। প্রথমাবধিই তাঁর এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন পাঠকও অবগত। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা সত্তর দশক থেকে আজও কথাসাহিত্যের ধারাটিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। কিন্নর রায় আরও বলেছেন—

> "নব্বইয়ের দশকে 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকাকে ঘিরে যে সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, সেই আড্ডাতেও কফিহাউসের টেবিলে তিনি নিয়মিত হাজির, প্রতি মঙ্গলবার।...আজকের 'দিবারাত্রির কাব্য' যেটুকু যা চিহ্ন রেখেছে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায়, তার পেছনে সাধন চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের অবদান যথেষ্ট। বিশেষ করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার প্রকাশ, যার অতিথি সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়।

'দিবারাত্রির কাব্য'-কে একটি সম্পূর্ণ অন্যতর জায়গায় নিয়ে যায়। এই সংখ্যা প্রকাশ করার জন্যই 'দিবারাত্রির কাব্য' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পায়।"[১৮]

সম্পাদিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটা সুউচ্চ, সৃজনশীল, মননধর্মী মানদণ্ড তাঁর আছে। বিশেষত সমস্ত ধরণের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সংকলন ও সম্পাদনা নিয়ে এই পর্যালোচনার শেষে একটি কথাই বলা যায়— সাধন চট্টোপাধ্যায় জাত-সম্পাদক নন, কিন্তু তিনি একজন আদর্শ সম্পাদক। সমালোচক স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য— "সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা"[১৯]— একথা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে যে সত্য তা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমান আলোচনার প্রস্তাবনা কেবল এডিটর হিসেবে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমরা জানলাম, একজন প্রকৃত জ্ঞানতাপস, বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোলের সামঞ্জস্যকারী, প্রকৃত গবেষকের সাধনা এবং "সাংস্কৃতিক সম্পাদনায়"[২০] সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা অন্বেষণ-ই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় যে, সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় চিরায়ত সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ইতিহাসচর্চার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বীক্ষার নিখুঁত গ্রন্থনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মুন্সী, মহম্মদ সাইফুল আহমেদ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে কভিডের ছবি ও প্রতিচ্ছবি। www.researchgate.net/publication/392197856_Images_and_reflections_of_Covid_in_Sadhan_Chattpadhyay's_short_stories_sadhana_cattopadhyayera_chotagalpe_kobhidera_chabi_o_praticchabi

২. Willimas, Alan D. 1993, *What is an Editor?* 'Editors on editing: what writers need to know about what editors do', ed. Gerald Gross, New York, Grove press, p. 4.

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মন্তব্য। কোমল গান্ধার। তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১।

৪. মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব। বই-সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু-চার কথা। পরিচয়। সম্পাদক অভ্র বসু, ২য় সংখ্যা, ৮৭ বর্ষ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৯৮।

৫. চক্রবর্তী, স্বপন। সাহিত্য-সমালোচনা কোন পথে। সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে, চার্বাক বক্তৃতামালা ৪। চার্বাক, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৭-৮।

৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। সম্পাদকের কথা। ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ৫।

৭. তদেব, পৃ. ৬।

৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। ঈশান কোণে ভিন্ন স্বর। প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, উবুদশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-অনুল্লিখিত।

৯. হক, হাসান আজিজুল। প্রধান সম্পাদকের কথা। অসীমান্তিক। অক্ষর, ১৯৯৮, আগরতলা, পৃ-অনুল্লিখিত।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। শূন্য দশকের ছোটগল্প: অপরম্পরার সন্ধানে। শূন্য দশকের ছোটগল্প। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৮।

১১. তদেব, পৃ. ৮।

১২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। মতি নন্দী: দু চার কথা। প্রসঙ্গ: মতি নন্দী। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। নূতন যুগের ভোরে। দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য। সংকলন ও সম্পাদনা সাধন চট্টোপাধ্যায়, গাঙচিল, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১৪।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। প্রসঙ্গত কিছু। নকশালবাড়ির গল্প। সম্পাদনা সাধন চট্টোপাধ্যায়, গাঙচিল, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৮।

১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি। নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক বাসব দাশগুপ্ত, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ৮২।

১৭. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮।

১৮. রায়, কিন্নর। তদেব, পৃ. ১০১।

১৯. চক্রবর্তী, স্বপন। সাহিত্য-সমালোচনা কোন পথে। সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে, চার্বাক বক্তৃতামালা ৪। চার্বাক, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৮।

২০. মুন্সী, মহম্মদ সাইফুল আহমেদ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: ক্ষমতা সম্পর্কের সুতোয় নিম্নবর্গ। www.researchgate.net/publication/392171055_Sadhan_Chattapadhyay's_Fiction_Subalterns_in_the_Thread_of_Power_Relations_sadhana_cattopadhyayera_kathasahitya_ksamata_samparkera_sutoya_nimnabarga